# সমগ্র পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

## আদিপুস্তক ১০.১-৩২পদ

আমরা আদিপুস্তক ১০ অধ্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। আদিপুস্তক তথা সমগ্র বাইবেলের মধ্যে এই অধ্যায়ের ভূমিকা, অবস্থান ও গুরুত্বকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে পাই।

**(১) পরিত্রাণের ইতিহাসে বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপট** – এই অধ্যায় এই কথা বলে শুরু হয়েছে, "***নোহের পুত্র শেম, হাম ও যেফতের বংশবৃত্তান্ত এই।***" এর আগে আমরা ৫ অধ্যায়ের শুরুতেও একই ধরনের কথা পেয়েছিলাম, "***আদমের বংশাবলি-পত্র এই***" (৫.১)। ৫ অধ্যায়ের আদমের বংশাবলি-পত্রকে আমরা ৬-৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত নোহের তৈরী জাহাজের দ্বারা জলপ্লাবন থেকে উদ্ধার পাবার কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসাবে চিন্তা করতে পারি। একইভাবে, ১০ অধ্যায়ের নোহের পুত্রদের বংশবৃত্তান্তকে ১১ অধ্যায়ে উল্লিখিত বাবিলে ভাষা-ভেদ ঘটনার পৃক্ষাপট হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। নতুন নিয়মেও মথি ও লুকের লেখা সুসমাচারে পরিত্রাণ-কাহিনীর পৃক্ষাপট হিসাবে যীশুর বংশাবলি-পত্রকে আমরা দেখতে পাই (মথি ১ অধ্যায় লুক ৩ অধ্যায়)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারের প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি প্রদর্শন করেন, তা কেবল তাদের প্রতি-ই নয়; কিন্তু তা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ও তাদের ইতিহাসের প্রতি ঈশ্বরের কার্য।

**(২) পরিত্রাণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির পরিচিতি** – ৫ অধ্যায়ে আদমের বংশাবলি-পত্র নোহ তাঁর ৩ ছেলের কথা বলে শেষ হয়েছিল (৫.২৮-৩২)। ১০ অধ্যায়ে নোহের পুত্রদের বংশবৃত্তান্ত নানা জাতির উৎপত্তির ফলে পৃথিবী বিভক্ত হবার কথা বলে শেষ হয়েছে। কিন্তু এই বংশবৃত্তান্ত প্রকৃতও অর্থে ১০ অধ্যায়ে শেষ হয়নি। কারণ, ১০ অধ্যায়ে নোহর সন্তানদের যে বংশবৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে, তা ১১ অধ্যায়ে শেমের বংশবৃত্তান্তের (১১.১০-৩২) উল্লেখের দ্বারা শেষ হয়েছে (শেম ছিল নোহের প্রথম সন্তান)। তাই, ১০ ও ১১ অধ্যায়ের বংশবৃত্তান্তকে একসঙ্গে চিন্তা করলে, আমরা দেখতে পাই যে, অব্রামের কথা উল্লেখ করে নোহর সন্তানদের বংশবৃত্তান্ত শেষ হয়েছে। অর্থাৎ, আদমের বংশাবলি-পত্র যেমন নোহকে উল্লেখ করে শেষ হয়েছিল তেমনি নোহের সন্তানদের বংশবৃত্তান্ত অব্রাহমকে উল্লেখ করে শেষ হয়েছে। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নোহর ন্যায় অব্রাহমের মাধ্যমে সাধিত হতে চলেছে।

**(৩) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা** – ৫ অধ্যায়ে আদমের বংশবলি-পত্র উল্লেখ করার পর ৬-৯ অধ্যায়ে মহা-জলপ্লাবনের বর্ণনা করা হয়েছে। এই জলপ্লাবনের দ্বারা নোহের পরিবার ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মারা যায়। তাই, জলপ্লাবনের পর পৃথিবীকে আবার মানুষের দ্বারা পূর্ণ করতে ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পুত্রদের প্রতি আদম-হবার প্রতি আশীর্বাদের পুনরুক্তি করেন -- "***তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, পৃথিবী পরিপূর্ণ কর***" (৯.১)। নোহ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা কীভাবে পূর্ণ হয়েছিল, ১০ অধ্যায় তার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয়। তাই, এই অধ্যায়ে নোহর সন্তানেরা কীভাবে সমস্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং নোহের প্রতি ঈশ্বরের চুক্তির আশীর্বাদ কীভাবে পূর্ণ হয়েছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মোট ৭০টি গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। ৭০ যেহেতু পূর্ণতা বা সম্পূর্ণতার প্রতীক;এই সংখ্যার দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবী ঈশ্বরের আশীর্বাদের দ্বারা পূর্ণ হওয়াকে নির্দেশ করে।

গত সপ্তাহে আমরা নোহর প্রতি তাঁর ৩ ছেলের আচরণ এবং তাদের প্রতি নোহর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে শিখেছি। সেখানে আমরা উপলব্ধি করেছি, শেমকে ধর্মীয় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার ফলস্বরূপ, শেম থেকে উদ্ভুত জাতিরা *(Semitic)* সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করবে। এই বংশেই পরিত্রাতার আগমণ ঘটবে। হামকে শিল্প ও প্রযুক্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়;এবং যেফৎকে

বুদ্ধিমত্তা ও ভৌগোলিক বিস্তৃতির আশীর্বাদ করা হয়। ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন জাতির বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি নোহর মাধ্যমে ঈশ্বরের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অবিকল অনুসরণ করে সাধিত হয়েছে।

১০ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল, **"বিস্তারিত হওয়া"** বা **"বিভক্ত হওয়া"** (৫, ১৭, ৩২ পদ)। তাই, এই অধ্যায়ে নোহর সন্তানদের উত্তরপুরুষ হিসাবে পৃথিবীতে কীভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিস্তারিত বা বিভক্ত হয়েছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। *প্রথমে, ২-৫ পদে,* যেফতের দ্বারা উৎপন্ন গোষ্ঠীদের বর্ণনা করা হয়েছে। *তারপর,* ৬-২০ *পদে,* হামের বিভিন্ন গোষ্ঠীদের বর্ণনা করা হয়েছে;এবং নিম্রোদ সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য করা হয়েছে (৮-৯ পদ) ও কনানের বংশধরদের বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে (১৫-২০)। *তৃতীয়ত,* ২১-৩১ *পদে,* শেমের দ্বারা উৎপন্ন গোষ্ঠীদের বর্ণনা করা হয়েছে।

**১। যেফতের বিভিন্ন গোষ্ঠী —** যদিও এদের বিষয় সবথেকে কম কথায় (মাত্র ৫ পদ) উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি সমগ্র পৃথিবীতে এদের বংশধরদের সংখ্যা সবথেকে বেশি (যেফতের তাম্বু বিস্তৃত হবার ভবিষ্যদ্বাণী আমরা স্মরণ করতে পারি)। যেফতের বংশধরদের মূলত আর্য *(Aryan)* বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভে যেফতের বংশধররা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল যখন ভারতীয় উপ-মহাদেশে বসবাস শুরু করে, তখন অন্য দল ইউরোপ ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে, ইউরোপের অধিবাসীরা আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। অর্থাৎ, বর্তমান পৃথিবীর সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ যেফতের গোষ্ঠী এবং পৃথিবীতে তাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি সব থেকে বেশি। ২ পদে যেফতের ৭ সন্তানের কথা উল্লেখ করা হলেও, আমাদের জন্য তাদের মধ্যে কেবল ২ জন (গোমর ও যবন) সন্তানদের কথা বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, গোমর থেকে প্রাচীন ফ্রান্সের অধিবাসীরা *(Gaul)* এসেছেন, যারা স্পেন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনে বসবাস করতে স্বদেশ ত্যাগ করেছিল। এদের থেকেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরী হয় এবং এরাই পরবর্তীকালে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দেয়। গোমরের প্রথম সন্তান অস্কিনসের বংশধরদের বর্তমান *Scandinavia*-র বিভিন্ন দেশের অধিবাসী বলে ধরা হয়। কেউ কেউ বলেন, গোমরের অন্য সন্তান তোগর্ম থেকে *German*-রা এসেছেন। যেফতের অন্য সন্তান মাদয় থেকে মীডিআ ও পারশ্যের *(Median & Persian)* সাম্রাজ্যরা এসেছে এবং যবন থেকে গ্রীকরা *(Greek)* এসেছে।

**২। হামের বিভিন্ন গোষ্ঠী —** শিল্প ও প্রযুক্তিতে অগ্রগণ্য হওয়ায়, পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে হামের বংশধররা আত্মপ্রকাশ করে। বেশিরভাগ প্রাচীন সভ্যতা এদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল-- মিসরের সভ্যতা *(Egyptian),* ব্যবিলনের সভ্যতা *(Babylonian),* মায়া সভ্যতা *(Mayan),* সুমেরীয় সভ্যতা *(Sumerian)*। এই সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সব থেকে বেশি খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী ক্ষেত্রে এই সমস্ত দেশ যেফতের বংশধরদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং বর্তমানে প্রায় সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধ যেফতের বংশধরদের দ্বারা পূর্ণ। কূশ দক্ষিণ আরব ও ইথিওপিয়ার অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ। মিসর থেকে নীল নদীর উপতক্যায় মিসরীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে পূট উত্তর আফ্রিকার লীবিয়া এবং কনান প্যালেষ্টাইনের আশে- পাশে বসবাস শুরু করে। কূশের পুত্র নিম্রোদ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্রোদকে পরাক্রান্ত ব্যাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এর দ্বারাই *ব্যাবিলন* ও *নীনবীর* মত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যারা পরবর্তী ক্ষেত্রে ইস্রায়েলের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর আগে, ৬ অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের পুত্রদের সঙ্গে মানুষের কন্যাদের বিবাহের ফলে মহাবীর বা প্রসিদ্ধ বীরদের (৬.৪) জন্মের কথা দেখেছিলাম, যারা মানুষের দৃষ্টিতে প্রসিদ্ধ বীর হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দুষ্টতার প্রতীক ছিল। এখানেও নিম্রোদের পরাক্রমের কথা বলা হলেও, *নৈতিক ও আধ্যাত্মিক* দিক থেকে অধঃপতনের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এদের দ্বারাই দূষিত ও বিকৃত ধর্মীয় শিক্ষা প্রথমে ব্যাবিলনে, এবং সেখান থেকে নীনবীতে এবং পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, এই নিম্রোদের মধ্যে আমরা জলপ্লাবনের পর পৃথিবীতে পুনরায় পৌত্তলিক ও

মিথ্যা ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখি।

কনানের *(Canaanites)* বংশধররা অব্রাহামের সময় প্যালেষ্টাইন দেশ অধিকার করে। নৈতিকতার অবক্ষয়ের প্রতীক হিসাবে শয়তানের অস্ত্র হিসাবে তারা ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক কনানীয় শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। না, তাদের অনেকেই সেইভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে সীদোনকে উল্লেখ করা হয়েছে, যে পরবর্তীকালে সোর *(Tyre)* নগর স্থাপন করেছিল। হেৎ ছিল হিত্তিয়দের *(Hittites)* পূর্বপুরুষ; এই হিত্তিয়দের এক অংশ পূর্বদিকে যাত্রা করে এবং চীন দেশে *(China)* বসবাস শুরু করে। অবশ্য এই তালিকায় আরও একটি নামের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ আছে। সীনীয়র *(Sino)* কথা বলা হয়েছে, যার নামের মধ্যে চীনাদের পূর্বপুরুষদের অনেকে দেখে থাকেন।

**৩। শেমের বিভিন্ন গোষ্ঠী** – প্রথমেই শেমকে এবরের সকল সন্তানের আদিপিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, "এবর" থেকেই "ইব্রীয়" শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে। অব্রাহাম এবর থেকে মাত্র ৬ পুরুষ দূরে, এবং এই অব্রাহাম থেকেই ইব্রীয় জাতি আত্মপ্রকাশ করবে। এলম দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার *(Southern Mesopotemia)* সঙ্গে জড়িত এবং অশূর থেকে অশূরিয়া *(Assyria)* এসেছে। শেমের বংশবৃত্তান্ত এবরের দুই পুত্র পেলগ ও যক্তনের কথা উল্লেখ করে শেষ হয়েছে। যক্তন আরবের সঙ্গে যুক্ত, এবং পেলগ থেকে অব্রাহাম তথা ইব্রীয়রা এসেছে।

নোহের সন্তানদের এই বংশ-বৃত্তান্ত থেকে আমরা উপলব্ধি করি, *একদিকে জলপ্লাবনের পর পৃথিবী কীভাবে পুনরায় মানুষের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল*; কিন্তু *অন্যদিকে, পৃথিবীতে এত জাতি বা গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর কীভাবে শেমের বংশকে আশীর্বাদের আকর হিসাবে বেছে নিলেন* (১২.২-৩)? যদিও শেম নোহর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল (১০.২১), তথাপি এই বংশবৃত্তান্তে তাকে সব শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এখানে যদিও পেলগকে সব শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, ১১.১০-৩২ পদে অব্রাহামে শেমের বংশাবলিকে শেষ করা হয়েছে। এই অব্রাহামের মাধ্যমেই ঈশ্বর মানুষের পরিত্রাণের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট মানুষ (অব্রাহাম) বা একটি নিদিষ্ট জাতিকে (ইব্রীয়) মনোনীত করার আগে ঈশ্বরের *বিশ্বজনীন* পরিকল্পনা আদি ১০ অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে। নোহ থেকে অব্রাহাম পর্যন্ত যে বংশাবলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, তা আমাদের জানা সমগ্র জগতকে নির্দেশ করেছে। এবং এই মনুষ্য-জগৎ নোহ থেকে শুরু হয়েছে, যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বব্যাপী ধবংস থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এখন সেই নোহের পরিবার পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারিত হতে চলেছে। অর্থাৎ নোহের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ সমগ্র মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এর থেকে আমরা শিক্ষা করি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি একে অন্য থেকে যতই পৃথক হোক না কেন, আমাদের উৎসস্থল *(Origin)* এক, আমরা সবাই সমান মর্যাদার *(Dignity)* অধিকারী, এবং আমরা সবাই একই জগতের *(Same World)* অধিবাসী। এই কারণে, জাতিগত, সংস্কৃতিগত, বা শিক্ষাগত মানের দ্বারা আমরা মানুষদের মধ্যে ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেব না। এই সত্যই প্রেরিত পৌল এথেন্সের শিক্ষিত দার্শনিকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, ***"তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করেছেন, যেন তারা সমস্ত ভূতলে বাস করে; তিনি তাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করেছেন"*** (প্রেরিত ১৭.২৬)।